দৈনিক বাংলা

তারিখ ··· 27 JUL 1995 ···
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

৩৭

বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ২৩৫ ডলার

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ বাংলাদেশের জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে (১৯৯৪-৯৫) ২৩৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরে জনপ্রতি জিডিপি ছিল ২২৪ ডলার। এ তথ্য ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে বাংলাদেশের জনপ্রতি জিডিপি ২০০ ডলারের কম ছিল।

দেশের সবচাইতে পুরাতন এবং প্রভাবশালী মেট্রোপলিটন চেম্বারের রিসার্চ সেল প্রণীত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গত অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছিল 'গুরুত্বপূর্ণ'। এ বছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ শতাংশ এবং বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের ১৪ দশমিক ২২ ভাগ

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

বাংলাদেশে মাথাপিছু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থেকে উন্নীত হয়ে ১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শিল্পখাতের পাশাপাশি গবাদিপশু, মৎস্য এবং হাঁস-মুরগী খামারসহ অন্যান্য কয়েকটি খাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে এ বছরে। দারিদ্র্য বিমো-চনের লক্ষ্যে এবং সামাজিকখাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণেরও বেশী।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৫ দশমিক ১ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরে এই হার ছিল ৪ দশমিক ৬ ভাগ। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং কর ও শুল্ক আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং ১৪ দশমিক ৯৮ শতাংশ। অপরদিকে, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বেড়েছে শতকরা ১৪ দশমিক ২২ ভাগ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উন্নতি হয়েছে ১৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। তবে ১৯৯৩-৯৪ সালের ১ দশমিক ৮ ভাগ মুদ্রাস্ফীতির স্থলে গত অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে শতকরা ৪ ভাগ।

মেট্রোপলিটন চেম্বারের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত অর্থবছরে দেশের রফতানী আয় বেড়েছে শতকরা ৩৮ দশমিক ১২ ভাগ। এ বছরে রফতানী আয় ছিল ৩৫০০ মিলিয়ন ডলার। আমদানী খাতে ব্যয়ও এ বছরে বেড়েছে। পূর্ববর্তী বছরের ৪১৯১ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় গত বছরে আমদানী ব্যয় হয়েছে ৫৭০০ মিলিয়ন ডলার।